প্রথম আলো

তারিখ 23 OCT 2012
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

চাকরিচ্যুত হলেও ৭৩ শিক্ষক পাওনা শোধ করছেন না

আহমেদ জায়িফ ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিচ্যুত ৭৩ শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা টাকা শোধ করছেন না। গত আট বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁদের তাগাদা দেওয়া হচ্ছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, এসব শিক্ষকের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্য এক কোটি ২৯ লাখ ৬৩ হাজার ৭৭৮ টাকা। এ বিষয়ে করণীয় ঠিক করতে আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠেয় বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় বিষয়টি উত্থাপন করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিষয়টি দুঃখজনক। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষক হওয়ার পরও তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা টাকা দিচ্ছেন না। এটা মেনে নেওয়া কষ্টকর। বিষয়টি নিয়ে আজ সিন্ডিকেটে আলোচনা হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন সূত্রে জানা যায়, ২০০৪ সালে শিক্ষা ছুটি শেষে কাজে যোগ না দেওয়া চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের কাছে পাওনা টাকার তালিকা তৈরি হয়। তালিকায় ১০৯ জন শিক্ষকের নাম উঠে আসে। তাঁদের কাছে মোট পাওনা ছিল এক কোটি ৯৫ লাখ ৪২৮ টাকা।

সব শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখন ওয়েবসাইটে এঁদের তালিকা দেয়। এরপর গত আট বছরে বিভিন্ন সময়ে ৩৬ জন শিক্ষক ৬৫ লাখ ৩৬ হাজার টাকা পরিশোধ করেন।

সূত্র জানায়, টাকা পরিশোধ না করা এসব শিক্ষকের অনেকেই তাঁদের ঠিকানা পরিবর্তন করেছেন। টাকা আদায়ের জন্য সাম্প্রতিক সময়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করাও সম্ভব হচ্ছে না।

> সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব শিক্ষকের কাছে পাওনা এক কোটি ২৯ লাখ ৬৩ হাজার ৭৭৮ টাকা

তালিকা থেকে দেখা যায়, পাওনা পরিশোধ না করা শিক্ষকের অধিকাংশই বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের। ৭৩ জন শিক্ষকের মধ্যে ৪৫ জনই পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স, রসায়ন, ফলিত রসায়ন, প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান, অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগ ও ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষক।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগের এ কে এম কামরুল হাসানের কাছে চার লাখ ৮৩ হাজার ৪০০ টাকা, আবুল কালাম আজাদের কাছে দুই লাখ সাত হাজার টাকা, পারভীন আক্তারের কাছে তিন লাখ ৪০ হাজার টাকা পাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের নাহিদ বানুর কাছে তিন লাখ ৯৭ হাজার, মো. শাহ আলম নুর-ই-আলমের কাছে তিন লাখ ২৫ হাজার, ফওজিয়া বেগমের কাছে দুই লাখ ৪৩ হাজার ৫০০, শওকত আলীর কাছে এক লাখ ৭৩ হাজার, ফার্মেসি বিভাগের আবু তাহের মো. আনিছুজ্জামানের কাছে এক লাখ ৪১ হাজার, ইংরেজি বিভাগের ফায়জা সুলতানার কাছে চার লাখ ৭১ হাজার ৫০০, মনোবিজ্ঞান বিভাগের এলিজা আহমেদের কাছে তিন লাখ ৮৯ হাজার, খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের আবদুর রহমানের কাছে দুই লাখ ২৮ হাজার, মনোবিজ্ঞান বিভাগের শায়লা নেসারের কাছে দুই লাখ ৯৪ হাজার, ভূতত্ত্ব বিভাগের সৈয়দ রাহীউদ্দিন হোসেনের কাছে দুই লাখ ৩২ হাজার, মাসুদ মো. সালাউদ্দিনের কাছে দুই লাখ ৭১ হাজার, আইন বিভাগের শওকত আলমের কাছে তিন লাখ ১০ হাজার টাকা পাবে বিশ্ববিদ্যালয়।

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সমাজবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, রসায়ন ও বাংলাসহ কয়েকটি বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় টাকা পাবে।